REG. NO. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥৹ টাকা। নগদ মূল্য ৴১৹ দুই পয়সা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴৹ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১৹ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জ...

লোহার ব...

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু...
উচিত মূল্যে বিক্রয় ক...
সত্বর দরের জন্য
পত্র লিখুন:।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

২৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৬শে বৈশাখ বুধবার ১৩৪৬ ইংরাজী 10th May 1939 | ৪৮শ স...

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও
নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধি-ধারী ডাক্তারগণ কর্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠ-পোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষং এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২॥৹, ছোট ১৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

নূতন বীমা
(১৯৩৭-৩৮)
৩ কোটি টাকার উপর

—বোনাস—

প্রতি বৎসর মেয়াদী বীমায় ১৮৲ | প্রতি হাজারে আজীবন বীমায় ১৫৲

চলতি বীমা	...	১৪ কোটি ৬০ লক্ষের উপর
বীমা তহবিল	...	২ ,, ৬৭ লক্ষের ,,
মোট সংস্থান	...	২ ,, ৯৭ ,, ,,
প্রিমিয়াম আয়	...	... ... ৬৯ ,, ,,
দাবী শোধ	...	১ কোটি ৬০ ,, ,,

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।
সাব অফিস :—কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

স্যাঙো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ
গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশি সমস্তই স্যাঙো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥৹
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

ব্রজশশী

আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয়
ঔষধ প্রাপ্তির ও চিকিৎসার বিশ্বাসযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
(স্থাপিত—সন ১৩৩২ সাল।)

ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

প্রতিষ্ঠাতা ও চিকিৎসক—
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায় বি-এ, কবিরত্ন
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৬শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৪৬ সাল

শুভাগমন

মুর্শিদাবাদের জনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর জে, পি রায় এম-এ মহোদয় জঙ্গিপুর শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিভাগীয় অফিসাদি, অনেকগুলি ইউনিয়ন বোর্ড ও জরুর পল্লীউন্নয়ন সমিতির কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন।

সিল্ক এসোসিয়েসনের সভা

গত ৭ই মে রবিবার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মির্জ্জাপুরে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে সিল্ক এসোসিয়েসনের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর এম-এল-সি, জঙ্গিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়, সার্কেল অফিসার সাহেব, বহু ভদ্রলোক ও রেশম শিল্পীগণ উপস্থিত ছিলেন।

গৃহদাহ

কয়েক দিবস পূর্ব্বে জঙ্গিপুর বাবুবাজারে গোবর্দ্ধনযাত্রার বাটীর সন্নিকটে আগুন লাগিয়া ২।৩টী গৃহস্থের ঘর ও আসবাবপত্র পুড়িয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন আসিয়া পড়ায় আগুন বেশীদূর প্রসারিত হয় নাই। খবর পাইয়া জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্যানিটারী ইন্সপেক্টর বাবু অমূল্যকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় লোকজন সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রজ্জলিত অগ্নি নিঃশেষ করিয়া দেন।

ফেরার আসামীর কারাদণ্ড

মুর্শিদাবাদের দায়রা জজ মিঃ কে, কে, হাজরা আই-সি-এস মহোদয়ের এজলাসে একটী খুনের মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে। জুরিগণ আসামী নবি নেওয়াজকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারা (গুরুতর জখম করা) দোষী সাব্যস্ত করায় শ্রীযুক্ত হাজরা জুরীগণের সহিত একমত হইয়া আসামীর প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত শঙ্করদাস মজুমদার ও আসামী পক্ষে উকিল শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভাদুড়ী মামলা পরিচালনা করেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, কান্দী মহকুমার বরঞা থানার অধীন একটী ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে আহাম্মদ সেখ ওরফে অমাই সেখ দশ বৎসর পূর্ব্বে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। উক্ত গ্রাম নিবাসী আসামী নবী নেওয়াজ ও অমাই সেখ ঐ গ্রামের উজাই বিবি নামক জনৈকা যুবতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তজ্জন্য নবী নেওয়াজ ও অমাই সেখের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখা যায়। ঘটনার রাত্রে উজাই বিবির গৃহে নবী নেওয়াজ অমাই সেখকে ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় সে মারা যায়। কয়েক ব্যক্তি নবী নেওয়াজকে উজাই বিবির গৃহ হইতে পলাইয়া যাইতে দেখে এবং আহত অমাই সেখ উপস্থিত সকল লোকের নিকট প্রকাশ করে যে, নবী নেওয়াজ ছুরিকা দ্বারা আঘাত করিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে জনৈক হাকিমের নিকট সেই মর্ম্মে জবানবন্দী দেয়। নবী নেওয়াজ উক্ত ঘটনার পর হইতে ফেরার থাকে। এই বিচার আরম্ভ হইবার কয়েকমাস পূর্ব্বে অর্থাৎ ঘটনার দশ বৎসর পর সে গ্রেপ্তার হয়। কান্দীর মহকুমা হাকিম প্রাথমিক তদন্ত করিয়া নবী নেওয়াজকে দায়রা সোপরদ্দ করেন।

পদত্যাগ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ করিয়াছেন। পদ এবং নীতি—এই দুইটীর মধ্যে একটী ত্যাগ করা ছাড়া তাঁহার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। পদত্যাগ করিয়া তিনি নীতি রক্ষা করিয়াছেন। ইহা তাঁহারই উপযুক্ত ত্যাগ স্বীকার সন্দেহ নাই।

আদমসুমারী ও হিন্দু

১৯৩১ সালের আদম সুমারীর সময়ে কংগ্রেস পরামর্শ দেন যে, আদম সুমারীতে কেহ যেন সাহায্য না করে ও পরিবারের লোক সংখ্যা কত এবং অন্যান্য বিবরণ যেন কেহ কর্ত্তৃপক্ষকে না দেয়। কংগ্রেস এই পরামর্শ দিয়া বাঙ্গালা হিন্দুদের যে ক্ষতি করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়। ১৯৩১ সালের আদম সুমারীতে কংগ্রেসের এই পরামর্শের আমরা তীব্র বিরোধিতা করি, কিন্তু তখন জনসাধারণ সে কথা শুনে নাই। আজ হিন্দুগণ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কংগ্রেসের পরামর্শের ফলে বাঙ্গালী হিন্দুগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া যায়। তাহার ফলে শাসন সংস্কারে আইন সভা ঘরে হিন্দুগণ কম আসন পাইয়াছে। কংগ্রেসের দুরদৃষ্টিহীন পরামর্শ ক্ষমার অযোগ্য ক্ষতি করিয়াছে। আগামী আদমসুমারীতে যাহাতে সকল হিন্দু নির্ভুলভাবে বিবরণ দেয় তজ্জন্য হিন্দু-সংহতি সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন।

সঞ্জীবনী।

ঋণসালিসী বোর্ড স্থাপনের কুফল বর্ণনা

শ্রীরামপুর স্পেশ্যাল ঋণসালিসী বোর্ডের সভ্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত বোর্ড হইতে পদত্যাগ করা সম্পর্কে হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

সেই পত্রে বলা হইয়াছে যে, ঋণসালিশী বোর্ড সম্পর্কিত আইনের দ্বারা দেশের লোকের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। পত্র প্রেরকের মতে এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পর অল্পকালের মধ্যে দেশের অর্থনীতিক অবস্থার বিপুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে এবং মফঃস্বল অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে অবর্ণনীয় দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে মফঃস্বলের কতকগুলি জেলা পরিভ্রমণ করিবার পর হইতে পত্র-প্রেরকের হৃদয়ে এই ধারণা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে একের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া অন্যকে প্রদান করা হইতেছে। বাঙ্গলার বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ দেশের দরিদ্র কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য এক কপর্দ্দকও প্রদান করিবার পক্ষপাতী নহেন। অথচ তাঁহারা ভূস্বামী ও কুসীদজীবীদিগের সম্পত্তি দ্বারা কৃষকদিগের অবস্থা উন্নীত করিবার প্রয়াস করিতেছেন। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে যে সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, সচিবসঙ্ঘ তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিতেছেন না। পরন্তু পক্ষান্তরে তাঁহারা এই ব্যবস্থা অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন।

চুচুড়া বার্ত্তাবহ।

কাটোয়া-বর্দ্ধমান পথে বিষম কাণ্ড

বর্দ্ধমান ও কাটোয়ার মধ্যে যে বাস চলাচল করে, গত ২৫শে এপ্রিল রাত্রে তাহার একখানি বাস কাটোয়া হইতে বর্দ্ধমান আসার সময় পথিমধ্যে কতিপয় গাড়োয়ান নাকি ঐ বাসখানি আক্রমণ করে। উহাতে কয়েকজন মহিলা ও অন্য যাত্রী ছিল। ঘটনার বিবরণ এই যে, বাসখানি বর্দ্ধমানের ৬ মাইল দূরে নূতন গ্রামে উপস্থিত হইলে কয়েকখানি গরুর গাড়ী দ্বারা রাস্তা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে দেখিয়া বাসখানি অগ্রসর হইতে পারে না। এমন কি বাসখানির পিছন দিকে ঐরূপ গাড়ী রাখিয়া বাধা সৃষ্টি করা হয় এবং তাহার ফলে উহা আর পশ্চাৎদিকেও যাইতে পারে না। তখন প্রায় একশত গাড়োয়ান লাঠি লইয়া বাসের নিকট উপস্থিত হয় এবং বাসের চালক ও কণ্ডাক্টরকে আক্রমণ করে। এই সব আক্রমণকারী গাড়োয়ানরা অনতিদূরে এক সেতুর নিকট পূর্ব্ব হইতেই লুকাইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। আক্রমণের ফলে চালক আহত হয় এবং বাসখানিরও ক্ষতি হয়। যাত্রীরা সব আতঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং অনেক অনুরোধ ও উপরোধের পর তবে ঐ গাড়োয়ান দল বাসখানিকে অগ্রসর হইতে দেয়। এই আক্রমণের সংবাদ পাইয়া পুলীশ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ১০ জন গাড়োয়ানকে গ্রেপ্তার করে। আহত বাস চালককে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

কলেজে ধর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর রাজসাহী কলেজের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণের হোষ্টেলের মধ্যে দেওয়াল তুলিয়া দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কলেজের গভর্ণিং বডি তাহা অনুমোদন করেন নাই। গভর্ণিং বডির সদস্যগণ বলেন যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে এবং কোন সম্প্রদায়কে হোষ্টেল প্রাঙ্গনে কোন রকম ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেওয়া হইবে না।

গাছের উপর তাণ্ডব নৃত্য

নোয়াখালির সংবাদে প্রকাশ,—"টারজন দি এপ্ ম্যানের একজন নকলনবীশ একটী অশ্বত্থ গাছের ডালের শীর্ষদেশে উঠিয়া নানরূপ অঙ্গভঙ্গী সহকারে হাস্যোদ্দীপক নৃত্য করিয়া সহরবাসীদিগকে প্রায় এক ঘণ্টাকাল প্রচুর আনন্দ দান করে। তাহার চীৎকারে ও বিকট শব্দে বহু লোকজন তথায় জমায়েত হয় এবং লোকটীকে তাহার সেই বিপজ্জনক ক্রীড়া কৌতুক হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। ইত্যবসরে তথায় পুলীশ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অনেক চেষ্টার পর লোকটীকে গাছের ডাল হইতে নীচে নামিতে রাজী করে।

সত্যনারায়ণ পূজায় গবর্ণর

পুরীর গবর্ণমেণ্ট হাউসে হিন্দু কর্ম্মচারীরা গত ১৬ই এপ্রিল সত্যনারায়ণ পূজার অনুষ্ঠান করেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হয়। উড়িষ্যার সপারিষদ গবর্ণর স্যার জন হুব্বাক এবং লেডী হুব্বাক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পুরোহিত পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী স্বরচিত সংস্কৃত স্বস্তিবচন আবৃত্তি করিয়া গবর্ণরকে অভ্যর্থিত করেন। অতঃপর জয়পুরের পণ্ডিত চন্দ্রশেখর দাস উক্ত কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করিয়া গবর্ণরকে অর্পণ করিলে গবর্ণর তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

জলের ভিতর কামান

যশোহরে ভৈরব নদে যখন কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইতেছিল, সেই সময় ঐ নদের উপর দরতানা সেতুর নিম্নে জলের মধ্যে তিন ফুট লম্বা ও আড়াই ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটী ছোট কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা যশোহরের শেষ স্বাধীন রাজা প্রতাপাদিত্যের আমলের স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। ঐ কামানটী সদর মহকুমা ম্যাজিষ্টরের বাংলোর প্রাঙ্গণে রাখা হইয়াছে।

পার্ক সার্কাসে পর্দ্দা কলেজ

পার্ক সার্কাসে নিউ গবর্ণমেণ্ট গার্লস কলেজ নামে একটী নূতন পর্দ্দা কলেজকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "এফিলিয়েশন" দেওয়া হইয়াছে। এই কলেজকে কয়েকটী নূতন বিষয় পড়াইবার অনুমতি দেওয়া হয়।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ জেঙ্কিন্স বলেন যে, নিউ গবর্ণমেণ্ট গার্লস কলেজে এমন ব্যবস্থা করা হইবে, যাহাতে পর্দ্দানশীন বালিকাদের উহাতে যোগদান করিতে কোন দ্বিধার কারণ থাকিবে না।

বিজ্ঞপ্তি পত্র

বাঙলা দেশের অনেক স্থান এমন রহিয়াছে যেখানে এ বৎসর বন্যায় কোন ক্ষতি করে নাই কিম্বা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হয় নাই। সেই সকল অঞ্চলে বেশ ভাল ফসল জন্মিয়াছে এবং শস্তের দামও অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশী। কিন্তু আমি শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, ঐ সকল জায়গায়ও কৃষকগণ সরকার, জমিদার ও তালুকদারগণের ন্যায্য পাওনা খাজনা আদায় দিতেছেন না। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন বছর কৃষকগণ বন্যায় খুব কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও সরকার, জমিদার ও তালুকদারগণের প্রাপ্য খাজনা শোধ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি বা ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আজ অন্যরূপ হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? অনেকে মনে করেন যে, সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইন ও ঋণ-সালিশী আইনের জন্যই এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। এই সব আইনের ফলে প্রজাগণ যে সুখ-সুবিধা পাইয়াছেন তাহাতে তাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন। বাকী খাজনার সুদের হার ১২॥০ সাড়ে বার টাকার স্থলে কমাইয়া ৬।০ সোয়া ছয় টাকা করায় রায়তগণ ঠিক সময়ে তাহাদের দেয় খাজনা জমা দিতেছেন না। চৈত্র মাসের শেষ কিস্তিতে নূতন আইনে বিধিবদ্ধ অল্প সুদে খাজনা শোধ করিবেন বলিয়া কৃষকগণ অনেক স্থানে ইচ্ছা করিতেছেন। ইহা সত্যই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

বাঙলা দেশের বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী প্রজা-সাধারণের উপকার করার জন্য সকল সময়েই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পরই সকলের আগে প্রজাদের স্বার্থ ও অধিকার বজায় রাখিবার ও বৃদ্ধি করিবার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। ভারতবর্ষে অন্য সকল প্রদেশের পূর্ব্বে বাঙলা দেশেই সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইন অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া আইন সভায় পাশ করিয়া তাহা প্রচলন করা হইয়াছে। এখন এই সুবিধা পাইয়া রায়তগণ যদি মনে করেন যে, খাজনা দিতে হইবে না, বা যখন ইচ্ছা তখন দিলেই হইবে, অথবা না দিলেও চিন্তার কারণ নাই, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ ভুল ও অন্যায় হইবে। সরকার প্রজা-সাধারণের হিতের জন্য তাঁহাদিগের নিকট হইতে সকল রকম সাহায্য ও সহযোগ কামনা করেন। জমিদারগণ যদি ঠিক সময় রায়তগণের নিকট হইতে খাজনা না পান, তাহা হইলে তাঁহারা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় দিবেন কি করিয়া? যথাসময়ে রাজস্ব আদায় না হইলে সরকারের শাসন-ব্যাপারে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। তাহার ফলে জনসাধারণের হিতজনক কার্য্যে আরো অগ্রসর হওয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। বাঙলা দেশে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া কেহই কামনা করেন না।

যদি সত্যই এরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় তাহা হইলে সরকারকে বাধ্য হইয়া উহার প্রতিকারের জন্য নূতন আইন তৈরী করিতে হইবে। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী মনে করেন, এখন হইতেই রায়তগণ নিজেদের স্বার্থের কথা বুঝিয়া ন্যায় ও আইনসঙ্গতভাবে কাজ করিবেন, যেন মন্ত্রিমণ্ডলীকেও বাধ্য হইয়া কোনরূপ অপ্রীতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না হয়।

ঋণ-সালিসী আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? যাহাতে বাঙলা দেশের দরিদ্র ও ঋণজর্জ্জরিত কৃষকগণ তাঁহাদের ঋণভার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন এবং প্রকৃত ঋণ ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিবার সুযোগ পান, সেই উদ্দেশ্যেই এই আইন তৈরী করা হইয়াছে। কিন্তু এই আইনের সুবিধা পাইয়া যদি কেহ জমিদারকে খাজনা অথবা মহাজনকে দেয় ঋণ ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে তবে তাহা অত্যন্ত অন্যায় ও ক্ষতিকর হইবে। আমি আশা করি যে কৃষকগণ এই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া সেই অনুসারে কাজ করিবেন। যে সকল লোক খাজনা ও ঋণ শোধ করিতে নিষেধ করে, রায়তগণ যেন ঐ সব আন্দোলনবাজ লোকের কথা না শুনেন। নিজ নিজ দেয় খাজনা ও ঋণ যথাসাধ্য সময় মত পরিশোধ করিয়া বাঙলার কৃষকগণ সুখ-শান্তি ভোগ করুন এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা না দেখান ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। সকলেই যেন মনে রাখেন যে, পল্লী অঞ্চলের যাবতীয় মঙ্গল, বিশেষভাবে চাষী ভাইদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, বাঙলার জনসাধারণ ও রায়তগণের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে।

এ, কে, ফজলুল হক
বাঙলা দেশের প্রধান-মন্ত্রী।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকী জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ১৫ই মে ১৯৩৯।

১৫৮ থাং ডিঃ কামেশ্বরনাথ লালা দেং নাথু সরকার দীং দাবি ৭॥/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে কোতলা ৭ শতকের কাত ৮/২ আঃ ২৲ খং ২৭

১৬১ থাং ডিঃ ঐ দেং তিনকড়ি সেখ দীং দাবি ১২৸৩ থানা ঐ মৌজ শ্যামপুর ৮৭ শতকের কাত ২৫ আঃ ৫৲ খং ৫

২৯৯ থাং ডিঃ কমন ম্যানেজার ব্রজনাথ রায় দেং নীলকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দীং দাবি ১১॥৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভূমিহর ৩৭ শতকের সেস ॥/২॥ আঃ ৫৲ খং ২৪৪ নিষ্কর স্বত্ব

৩০৩ থাং ডিঃ ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেং গোলাপ হোসেন সেখ দাবি ১৯/৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভূমিহর ৩।০ বিঘার কাত ২॥/০ আঃ ১০৲ খং ৪৮১

১৪০২ থাং ডিঃ মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দেং রজনীমনি দাসী দিং দাবি ৪৬॥৯ থানা সমসেরগঞ্জ জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত সেটেলমেণ্টের ১০২ খতিয়ানের লিখিত পং মঙ্গলপুর হিং ॥৵- আনার অন্তর্গত তরফ ভাবকী মৌজে জালাদীপুর মধ্যে নিষ্কর পুকুর ২১৯নং কালেক্টারীর বরাত ।৵০ ধার্য্য আছে। নিজ পুকুর ও অপূর্ব্বমনি দাস্যার খরিদ বাবদ একত্রে দুইটী পুকুর সেটেলমেণ্টের জরিপে ২-১৪ শতকের মধ্যে অপূর্ব্বমনি দাস্যার খরিদা পুকুর ঈশানচন্দ্র দাস ৫২০নং ১৯১৭ স্বত্ব মোকদ্দমায় সোলেনামা সূত্রে বার আনা রকম পাইয়াছে, অপূর্ব্ব মনির চারি আনা আছে এবং উত্তর পশ্চিম পাহাড় সোলে সূত্রে ঈশানচন্দ্র দাস দাবি ত্যাগ করিয়াছে আঃ ৩০৲

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ২২শে মে ১৯৩৯।

১১১৭ থাং ডিঃ প্রিয়গোপাল ধর দীং দেং কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল দীং দাবি ১৯২।০ থানা রঘুনাথগঞ্জ ও সাগরদীঘি মৌজে দক্ষিণপাড়া ও ভূমিহর ১-৮৫ ও ৮৫ শতকের মোট জমা ২৬৸৵৮ পাই ২২।২ ধারা স্বত্ব আঃ ১৫৲ অধীনস্থ খতিয়ানের স্বত্ব রায়ত স্থিতিবান ২নং লাট থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া ১-৬২ শতকের কাত ষোল আনায় ৭৭৲ আঃ ১৬৲ খং ৫৯৮ স্বত্ব ২২।২ ধারা ৩নং লাট ঐ মৌজাদিতে ১২-৭৮ শতকের কাত ৫৯৸৵৪ পাই আঃ ৩৫৲ স্বত্ব ২২।২ ধারা ৪নং লাট ঐ মৌজাদিতে ১-৫৫ শতকের কাত ৭।৪ আঃ ৩৲ ঐ স্বত্ব ৫নং লাট ঐ মৌজাদিতে ৯১ শতকের কাত ১০॥৵২ পাই আঃ ৭৲ ঐ স্বত্ব ৬নং লাট ঐ মৌজাদিতে ১-০৪ শতকের কাত ১৫৸৩ আঃ ৭৲ ঐ স্বত্ব ৭নং লাট ঐ মৌজাদিতে ১-৮৪ শতকের কাত ৬।৵০ আঃ ৭৲ ঐ স্বত্ব উক্ত সমস্ত লাটগুলিতে দেন্দারগণের ⅔ অংশ নীলাম হইবে।

ডাক্তার কিশোরীমোহন সিংহের
চোখ, কান, নাক ও গলার হাসপাতাল।

রাধার ঘাট
বহরমপুর
(বেঙ্গল)

ব্র্যাঞ্চ :—রঘুনাথগঞ্জ
(মুর্শিদাবাদ)
রেলওয়ে ষ্টেশন—জঙ্গিপুর রোড
ই, আই, আর

এখানে চোখ, কান, নাক ও গলার যাবতীয় রোগের বিশেষ চিকিৎসা হয়। রোগীদিগের থাকিবার সুবন্দোবস্ত আছে। গরীব রোগীদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

রোগী দেখিবার সময় ঃ—

বহরমপুর	রঘুনাথগঞ্জ
শনি ও রবিবার	বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার
প্রাতে ৮টা—১০টা	প্রাতে ৮টা—১০টা
বৈকালে ৪টা—৫টা	বৈকালে ৪টা—৫টা

প্রয়োজন মত অন্যান্য দিবসও রোগী দেখা হয়।

ডাক্তার কিশোরীমোহন সিংহের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সার্জ্জেন জেনারেল প্রমুখ বহুদর্শী ডাক্তারগণের অভিমত ঃ—

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের সার্জ্জন জেনারেল ডি, পি, গয়েল মহোদয় বলেন :—ডাঃ কে, এম, সিংহের প্রচেষ্টায় উন্মুক্ত হাওড়া জেনারেল হাসপাতালের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠ বিভাগ তাঁহার চিকিৎসার গুণে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ঐ হাসপাতালটী তাঁহার নিকট ঋণী।

মুর্শিদাবাদের সিভিল সার্জ্জেন লেফ্‌টন্যাণ্ট কর্ণেল এন, সি, কাপুর, ডাঃ ডব্‌লিউ, এ, ব্রাউন, ক্যাপ্‌টেন এ, কে, গুপ্ত ও বীরভূমের সিভিল সার্জ্জেন ক্যাপ্‌টেন এইচ, সি, সেন মহোদয়গণ বলেন :—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠরোগের চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ কে, এম, সিংহ বহরমপুর হাসপাতালের সুনাম রক্ষার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়া অশেষ উপকার করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে সুপণ্ডিত ও আধুনিক সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসার সহিত পরিচিত। তাঁহার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা সর্ব্বদা নির্ভুল ও সন্তোষজনক।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্‌ফ ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

দি ওয়ার্ম্ম ইণ্ডিকা

(আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৵০ তিন আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়"
রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)।

টসের চা

তারা বার্লী

আমাদের বিশেষত্ব

আমাদের এই তারা বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী মেসিনে এবং সেই শক্তিবান বার্লী বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত টি পি, বসু মহাশয়ের চাক্ষুষ ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধানতায় প্রস্তুত। ইহারই একমাত্র বিজ্ঞ কর্ম্ম দক্ষতায় একদিন এসিয়া মহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিস্কুট ও বার্লী প্রস্তুত কারক স্বনামধন্য স্বর্গীয় (শ্রীযুক্ত) কে, সি, বসু মহাশয় বিস্কুট ও বার্লী প্রচলন করিয়া জগতে আদর্শ স্থানীয় হইয়া ছিলেন। এই ব্যবসায় ইহার অভিজ্ঞতা ১৬ বৎসরের ও অধিক কালের। ইহা হস্ত পৃষ্ঠ নহে।

টি, পি, বসু এণ্ড কোম্পানী লিঃ
তারা ভিটামুড ফ্যাক্টরী
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক হোমিও ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর!

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী বাগী, ফোড়া, কাকবিড়ালী, ঠুন্‌কা, মুখের ব্রণ, পৃষ্ঠ ব্রণ, উরুস্তম্ভ, শীতলী কর্ণমুল প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ ব্যয় বহুল রোগ হইতে বিনা অস্ত্রে ও বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়। মুল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৴০। ।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

মৃতের জীবন :—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।৴০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মূল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৴০

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্টস্
ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

হোমিও ঔষধ! হোমিও ঔষধ!!

সস্তায় বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধতার জন্য গ্যারাণ্টি।

সাধারণ শক্তি (potency) ৩, ৬, ৩০ প্রতি ড্রাম ৵০, ২০০ প্রতি ড্রাম ৵৫ মাত্র। উৎকৃষ্ট সুগার, গ্লোবিউল, কর্ক, শিশি ইত্যাদি বিক্রয় হয়। প্রতি টাকায় ৴০ কমিশন বাদ

প্রাপ্তিস্থান—অটলবিহারী-শাখা-ঔষধালয়।
ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র দাস (হোমিওপ্যাথ) রঘুনাথগঞ্জ, চাউলপট্টি, (মুর্শিদাবাদ)

আপনাদের সেবায়
গৌরবান্বিত
জবাকুসুম

কনক
আধারে
পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিবাহ-উৎসবাদির
উপহার্য্য উপকরণ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ
—কলিকাতা—

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

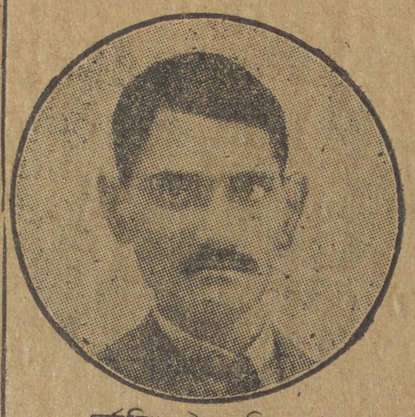

অধ্যক্ষ.
শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

ব্রাঞ্চ :—শ্যামবাজার (মার্কেট) কলিকাতা * ২১৩ বৌবাজার (কলিকাতা) ৬৭।৪ ষ্ট্রাণ্ড রোড (বড়বাজার) কলিকাতা * চট্টগ্রাম * জমসেদপুর (সাকচী হাইওয়ে) বিহার * তিনশুকিয়া (আসাম) * গৌহাটী (আসাম) * দিনাজপুর * পাটনা (বিহার) * পাটুয়াটুলী (ঢাকা) * বগুড়া * বর্দ্ধমান * ভাগলপুর (বিহার) * মানিকগঞ্জ * মেদিনীপুর * রেঙ্গুন (২০২ লুইস ষ্ট্রীট (ব্রহ্মদেশ) * লাহোর (পাঞ্জাব) * সিঙ্গাপুর (মালয় দেশ) *
লণ্ডন এজেন্সি—হাই-হল্‌বরণ * কলম্বো (সিলোন)।

সর্ব্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে যত্নের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ * বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ সের ৩৲
শুক্রসঞ্জীবন সের ১৬৲ * অবলাবান্ধব যোগ ১৬ মাত্রা ২৲

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।